

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাহসীল বিভাগ ২য় পর্ব

তায়সীর ওয় পত্র: আত তায়সীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ج) : الاسئلة المفصلة

গ অংশ: রচনামূলক প্রশ্নাবলি

(২টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- $10 \times 1 = 10$)

اكتب نبذة من حياة العلامة وهبة الزحيلي (رح) مع بيان خدمته في ٥. [আল্লামা ওহাবা যুহাইলী (র)-এর জীবনী তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনাপূর্বক লেখ।]

২. অঙ্কর মজারিা লুফির লুফির মনির মফলা [লফসীরুল মুনীর-এর
বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর।]

৩. **মা** **معنى التفسير؟** **وكم** **قسما** **له؟** **ما** **الفرق** **بين** **التفسير** **والتأويل؟** **بين** **٥.** **এর মধ্যে** **এ-এর** **التأويل** **ও** **التفسير** **কী?** **কত** **প্রকার?** **এ-এর** **التفسير** **কী?** **মফসালা** **পার্থক্য** **কী?** **বিস্তারিত** **বর্ণনা** **কর।**

- ما معنى التفسير الفقهي؟ ثم بين خصائصه مع ذكر أشهر مؤلفاته 8.

[বলতে কী বোঝায়? অতঃপর এর বৈশিষ্ট্যাবলি ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি বর্ণনা কর।]

৫. [التفسير] - ما معنى التفسير الفقهي؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلا.

৫. বলতে কী বোঝায়? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-১: আল্লামা ওহবা যুহাইলী (রহ.)-এর জীবনী ও তাকসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনাপূর্বক লেখ।

اكتب نبذة من حياة العلامة وهبة الزحيلي (رح) مع بيان خدمته في علم (التفسير)

ভূমিকা (المقدمة):

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ, মুফাসসির ও উসুলবিদ হলেন আল্লামা ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.)। তিনি আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলি সাবলীলভাবে উপস্থাপনে এক অবিস্মরণীয় নাম। বিশেষ করে তাঁর রচিত ‘আত-তাকসীরুল মুনীর’ তাকসীরজগতে এক অনন্য সংযোজন। তাঁকে আধুনিক যুগের ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ বলা হয়।

জন্ম ও পরিচয় (المولد والتعريف):

তাঁর পূর্ণ নাম ওহবা ইবনে মোস্তফা আয-যুহাইলী। তিনি ১৯৩২ সালে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের অদূরে ‘দাইর আতিয়াহ’ (دير عطية) নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন হাফেজে কুরআন ও কৃষিবিদের সমন্বয়, যার প্রভাব ওহবা যুহাইলীর জীবনে গভীরভাবে পড়েছিল।

শিক্ষাজীবন (الحياة التعليمية):

আল্লামা যুহাইলীর শিক্ষাজীবন ছিল অত্যন্ত মেধাদীপ্ত।

- **প্রাথমিক শিক্ষা:** নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ও কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন।
- **উচ্চশিক্ষা:** ১৯৫২ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহ অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করেন।
- **পিএইচডি (الدكتوراه):** পরবর্তীতে তিনি মিশরের বিখ্যাত ‘আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়’ এবং ‘আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে শরিয়াহ ও আইনের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল ‘আছারুল হারব ফিল ফিকহিল ইসলামী’ (ইসলামি ফিকহে যুদ্ধের প্রভাব)।

কর্মজীবন (الحياة العملية):

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, গবেষক ও প্রশাসক। তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সৌদি আরব, সুদান ও আরব আমিরাতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি (জেদ্দা)-এর বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন।

তাকসীরশাস্ত্রে অবদান (خدمته في علم التفسير):

আল্লামা যুহাইলী (রহ.) তাকসীরশাস্ত্রে আধুনিক ও প্রাচীন রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর তাকসীর গবেষণার মূল ফসল হলো ‘আত-তাকসীরুল মুনীর ফিল আকিদাহ ওয়াশ শরিয়াহ ওয়াল মানহাজ’ (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)।

তাকসীরে তাঁর বিশেষ অবদানসমূহ:

১. বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস: তিনি গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে কুরআনকে বিষয়ভিত্তিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, যা আধুনিক পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য।
২. ফিকহী মাসআলার প্রাধান্য: যেহেতু তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ফিকহ ছিলেন, তাই আয়াতের সংশ্লিষ্ট ফিকহী বিধানগুলো তিনি মাজহাবের মতভেদসহ (বিশেষত শাফেয়ী ও হানাফি) দালিলিক প্রমাণাদি দিয়ে আলোচনা করেছেন।
৩. আধুনিক সমস্যার সমাধান: সমসাময়িক বিভিন্ন জটিল সমস্যার (যেমন- ব্যাংকিং, বীমা, চিকিৎসা বিজ্ঞান) সমাধান তিনি কুরআনের আলোকে পেশ করেছেন।
৪. শুদ্ধতা রক্ষা: তিনি তাঁর তাকসীরকে ভিত্তিহীন ইসরাঈলি বর্ণনা (Israeliyyat) থেকে মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

রচনাবলি (مؤلفاته):

তাকসীর ছাড়াও তিনি ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন:

- আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ (১১ খণ্ড)।

- উসুলুল ফিকহ আল-ইসলামী ।
- আত-তাকসীরুল ওয়াজিজ ।

মৃত্যু (الوفاة):

জ্ঞান-গবেষণার এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ৮ আগস্ট ২০১৫ সালে (২৩ শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরি) শনিবার সন্ধ্যায় দামেশকে ইন্তেকাল করেন ।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ওহবা যুহাইলী (রহ.) ছিলেন বর্তমান সময়ের একজন সংস্কারক । তাকসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর গবেষণালব্ধ অবদান কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে ।

প্রশ্ন-২: তাকসীরুল মুনীর-এর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর ।

(اذكر المزايا لتفسير المنير مفصلاً)

ভূমিকা (المقدمة):

আধুনিক যুগে রচিত তাকসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) রচিত ‘আত-তাকসীরুল মুনীর’ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এটি প্রাচীন তাকসীরের গভীরতা এবং আধুনিক উপস্থাপনা শৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ । কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য জানা অত্যন্ত জরুরি ।

গ্রন্থ পরিচিতি:

বইটির পূর্ণ নাম হলো ‘আত-তাকসীরুল মুনীর ফিল আকিদাহ ওয়াশ শরিয়াহ ওয়াল মানহাজ’ । এটি মোট ৩২ খণ্ডে (মূল আরবি সংস্করণ ১৬ খণ্ডে) সমাপ্ত । ১৯৯১ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ‘দারুল ফিকর’ (দামেশক) এটি প্রকাশ করে ।

তাকসীরুল মুনীর-এর বৈশিষ্ট্যাবলি (خصائص التفسير المنير):

নিচে এই তাকসীরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. তাকসীর বিল মাছুর ও বির রায়-এর সমন্বয়:

আল্লামা যুহাইলী এই তাফসীরে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি (তাফসীর বিল মাছুর) এবং ইজতিহাদ বা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা (তাফসীর বির রায়)-এর মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। তিনি কেবল নকল করেই ক্ষান্ত হননি, বরং নিজের গবেষণাও পেশ করেছেন।

২. আয়াতসমূহের সুশৃঙ্খল বিন্যাস (التقسيم الموضوعي):

এটিই এই তাফসীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। তিনি পুরো সূরার আয়াতগুলোকে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি শিরোনামে ভাগ করেছেন। প্রতিটি ভাগের আলোচনার পদ্ধতি নিম্নরূপ ৬টি স্তরে সাজানো:

- আল-ই‘রাব (الإعراب): আয়াতের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ (নাহ্ব ও সরফ)।
- আল-বালাগা (البلاغة): আয়াতের অলংকারিক সৌন্দর্য ও সাহিত্যিক মান।
- আল-মুফরাদাত (المفردات): কঠিন শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ।
- সাবাবুন নুযুল (سبب النزول): আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট (বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে)।
- আত-তাফসীর ওয়াল বায়ান (التفسير والبيان): আয়াতের মূল ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ।
- ফিকহুল হায়াত ওয়াল আহকাম (فقه الحياة والأحكام): আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও ফিকহী বিধান।

৩. ফিকহী মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা:

গ্রন্থটি মূলত ‘তাফসীরে ফিকহী’ ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আয়াত থেকে নির্গত আহকাম বা বিধানাবলি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চার মাজহাবের ইমামগণের মতামত এবং তাদের দলিলগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট মাজহাবের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করেননি।

৪. ইসরাঈলি বর্ণনা বর্জন:

তাফসীরুল মুনীর-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক এতে ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী ও ইসরাঈলি রিওয়াযেত (Israeliyyat) কঠোরভাবে বর্জন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র সহিহ হাদিস ও আছার-এর ওপর নির্ভর করেছেন।

৫. আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য:

কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিস্কৃত তথ্যাবলির সাহায্য নিয়েছেন। এতে করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রন্থটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

৬. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা:

তিনি জটিল দার্শনিক আলোচনা পরিহার করে অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও আধুনিক আরবি গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। ফলে সাধারণ আরবি জানা ব্যক্তিরও এটি সহজে অনুধাবন করতে পারে।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, ‘আত-তাফসীরুল মুনীর’ সমসাময়িক যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে আকিদা, ফিকহ, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনঘনিষ্ঠ বিধানাবলি এক মলাটে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা গবেষক ও সাধারণ পাঠক—উভয়ের জন্যই অত্যন্ত উপকারী।

প্রশ্ন-৩: ‘আত-তাফসীর’-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? ‘আত-তাফসীর’ ও ‘আত-তাবীল’-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ما معنى التفسير؟ وكم قسما له؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ (بين مفصلاً)

ভূমিকা (المقدمة):

কুরআন মজিদ অনুধাবনের জন্য ‘তাফসীর’ ও ‘তাবীল’ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। অনেক সময় সাধারণ দৃষ্টিতে শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করা হলেও উসুলবিদ ও মুফাসসিরগণের মতে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। শরিয়তের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এই পার্থক্য জানা অপরিহার্য।

১. তাফসীর-এর পরিচয় (تعريف التفسير):

- **আভিধানিক অর্থ:** ‘তাফসীর’ (تفسير) শব্দটি ‘ফাসর’ (فسر) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—উন্মোচন করা, স্পষ্ট করা, বা ব্যাখ্যা করা। আরবিতে বলা হয়: الكشف والبيان (ফাসর হলো কোনো কিছু উন্মোচন ও বর্ণনা করা)।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** আল্লামা জারকাশী (রহ.) বলেন:

"তাফসীর হলো এমন এক ইলম, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কিতাব (কুরআন)-এর অর্থ বোঝা যায়, এর বিধানাবলি বের করা যায় এবং এর হেকমতসমূহ ব্যাখ্যা করা যায়।"

২. তাবীল-এর পরিচয় (تعريف التأويل):

- **আভিধানিক অর্থ:** ‘তাবীল’ (تأويل) শব্দটি ‘আওল’ (أول) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—ফিরে আসা, পরিণাম বা মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা (الرجوع والمصير)।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** কোনো শব্দের একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকলে, শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে কোনো একটি অর্থকে সুনির্দিষ্ট করাকে ‘তাবীল’ বলে।

তাফসীরের প্রকারভেদ (أقسام التفسير):

উৎসের ভিত্তিতে তাফসীর প্রধানত দুই প্রকার:

১. তাফসীর বিল মাছুর (التفسير بالمأثور): কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বাণীর মাধ্যমে যে তাফসীর করা হয়। একে ‘তাফসীর বির রিওয়ায়াহ’ও বলা হয়। (যেমন: তাফসীরে ইবনে কাসীর)।

২. তাফসীর বির রায় (التفسير بالرأي): আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে তাফসীর করা হয়। একে ‘তাফসীর বিদ দিরায়াহ’ও বলা হয়। এটি আবার দুই প্রকার:

* প্রশংসনীয় (محمود): যা শরিয়তের মূলনীতির বিরোধী নয় এবং ইলমের শর্ত মেনে করা হয়।

* নিন্দনীয় (مذموم): যা নিজের খেয়াল-খুশি বা মনগড়া ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

তাকসীর ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين التفسير والتأويل):

মুফাসসিরগণের মতে এ দুটির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে ছক আকারে তা দেখানো হলো:

বিষয়	তাকসীর (التفسير)	তাবীল (التأويل)
১. অর্থগত দিক	শব্দের বাহ্যিক ও নিশ্চিত অর্থ প্রকাশ করা।	শব্দের গোপন বা একাধিক সম্ভাব্য অর্থের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ করা।
২. উৎস	রিওয়ায়েত বা বর্ণনার (সহিহ হাদিস/আছার) ওপর নির্ভরশীল।	দিরায়াত বা গভীর প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।
৩. নিশ্চয়তা	এর অর্থ সাধারণত অকাট্য (Qati') হয়, কারণ তা সরাসরি উদ্ধৃত।	এর অর্থ সাধারণত প্রবল ধারণাপ্রসূত (Zanni) হয়, কারণ এতে ইজতিহাদ থাকে।
৪. প্রয়োগক্ষেত্র	এটি সাধারণত কুরআনের শব্দার্থ, ই'রাব ও শানে নুয়ুলের সাথে সম্পৃক্ত।	এটি আয়াতের মর্মার্থ ও তাৎপর্য উদ্ঘাটনের সাথে সম্পৃক্ত।
৫. ইমাম রাগেব-এর মত	'তাকসীর' শব্দটি সাধারণ, যা শব্দ ও অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।	'তাবীল' শব্দটি বিশেষ, যা শুধুমাত্র অর্থের পরিণামের সাথে সংশ্লিষ্ট।

উদাহরণ (أمثلة):

- তাকসীর: 'আস-সালাত' (الصلاة) শব্দের তাকসীর হলো নির্দিষ্ট রুকু-সেজদা বিশিষ্ট ইবাদত। এটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

- **তাবীল:** আল্লাহ তায়ালার বাণী ‘ইল্লাকা লারাসাদাল মিরসাদ’ (নিশ্চয় আপনার রব ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে আছেন)। এর তাবীল হলো—আল্লাহ তায়ালা বান্দার আমল সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তিনি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, তাফসীর হলো কুরআনের বাহ্যিক ও নিশ্চিত ব্যাখ্যা, যা সাধারণত রিওয়ায়েত নির্ভর। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো কুরআনের গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, যা মুজতাহিদগণের গবেষণালব্ধ। তবে বিশুদ্ধ তাফসীরের জন্য উভয় প্রকার ইলমের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-৪: ‘আত-তাফসীরুল ফিকহী’ বলতে কী বোঝায়? অতঃপর এর বৈশিষ্ট্যাবলি ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি বর্ণনা কর।

(ما معنى التفسير الفقهي؟ ثم بين خصائصه مع ذكر أشهر مؤلفاته)

ভূমিকা (المقدمة):

ইলমে তাফসীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ‘তাফসীরে ফিকহী’ বা আহকামুল কুরআন। কুরআনের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ও দণ্ডবিধি সাব্যস্ত হয়, সেগুলোর আলোচনার জন্যই এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। কামিল শ্রেণিতে পাঠ্য ‘আত-তাফসীরুল মুনী’ মূলত এই ধারারই একটি আধুনিক সংস্করণ।

১. তাফসীরে ফিকহীর সংজ্ঞা (تعريف التفسير الفقهي):

- **আভিধানিক অর্থ:** ‘ফিকহ’ (فقه) অর্থ গভীর বুঝ বা অনুধাবন। আর ‘তাফসীর’ অর্থ ব্যাখ্যা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** কুরআনের যে তাফসীরে ‘আয়াতুল আহকাম’ (বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত)-এর ব্যাখ্যা, বিধানাবলী ইস্তিহ্বাত (উদঘাটন) এবং ফিকহী মাসআলাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা প্রাধান্য পায়, তাকে ‘আত-তাফসীরুল ফিকহী’ বা ‘আহকামুল কুরআন’ বলা হয়।

২. তাফসীরে ফিকহীর বৈশিষ্ট্যাবলি (خصائص التفسير الفقهی):

তাফসীরে ফিকহীর স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে সাধারণ তাফসীর থেকে আলাদা করে:

- **আয়াতুল আহকামের প্রাধান্য:** এই তাফসীরে পুরো কুরআনের ব্যাখ্যা থাকলেও মূল ফোকাস থাকে ওই ৫০০ বা তার অধিক আয়াতের ওপর, যেগুলো থেকে শরিয়তের হুকুম বের করা হয়।
- **মাজহাবগত মতভেদ আলোচনা (ذكر اختلاف الفقهاء):** কোনো আয়াতের বিধান নিয়ে ইমামগণের (হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) মধ্যে মতভেদ থাকলে তা দলিলসহ আলোচনা করা হয়।
- **উসুলুল ফিকহের প্রয়োগ:** বিধান বের করার ক্ষেত্রে উসুলুল ফিকহের নিয়মাবলী (যেমন—আম, খাস, মুতলাক, মুকাইয়্যাদ) প্রয়োগ করা হয়।
- **দালিলিক বিতর্ক:** প্রতিটি মাজহাব তাদের স্বপক্ষে আয়াত থেকে কীভাবে দলিল পেশ করেছেন, তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা ‘মুনাজারা’ এখানে স্থান পায়।
- **বাস্তব জীবনের প্রয়োগ:** ইবাদত, মুয়ামালাত (লেনদেন) ও দণ্ডবিধির বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. প্রসিদ্ধ তাফসীরে ফিকহী গ্রন্থাবলি (أشهر مؤلفات التفسير الفقهی):

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বহু ফকিহ ও মুফাসসির এই শাখায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাজহাবভেদে প্রসিদ্ধ কিছু কিতাব হলো:

ক. হানাফি মাজহাব:

- **আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস (أحكام القرآن للجصاص):** রচয়িতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.)। এটি হানাফি ফিকহের দলিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রন্থ।

খ. শাফেয়ী মাজহাব:

- **আহকামুল কুরআন লিইশ-শাফেয়ী (أحكام القرآن للشافعي):** ইমাম বাইহাকী (রহ.) ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যগুলো সংকলন করে এটি তৈরি করেছেন।
- **আত-তাফসীরুল মুনীর (التفسير المنير):** আল্লামা ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.)। এটি আধুনিক যুগের রচিত, যেখানে তুলনামূলক ফিকহ (ফিকহুল মুকারিন) চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে।

গ. মালেকী মাজহাব:

- **আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন (الجامع لأحكام القرآن):** রচয়িতা ইমাম কুরতুবী (রহ.)। এটি তাফসীরে কুরতুবী নামেই বেশি পরিচিত। ফিকহী তাফসীরের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ হিসেবে গণ্য।
- **আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী:** ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) রচিত।

ঘ. আধুনিক সংযোজন:

- **তাফসীরে আয়াতুল আহকাম:** শায়খ আলি আস-সাবুনী রচিত। এটি আধুনিক মাদরাসা সিলেবাসে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

উপসংহার (خاتمة):

‘আত-তাফসীরুল ফিকহী’ বা আহকামুল কুরআন মুসলিম উম্মাহর আইনগত সমস্যা সমাধানের মূল উৎস। মুজতাহিদ ইমামগণ এই শাস্ত্রের মাধ্যমেই কুরআন থেকে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা বের করে এনেছেন। আল্লামা ওহবা যুহাইলীর ‘তাফসীরুল মুনীর’ এই ধারারই এক উজ্জ্বল নমুনা।

প্রশ্ন-৫: ‘আত-তাফসীরুল ফিকহী’ বলতে কী বোঝায়? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

(ما معنى التفسير الفقهي؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلاً)

ভূমিকা (المقدمة):

ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। কুরআনের যে অংশ মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান (আইন) নিয়ে আলোচনা করে, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ‘তাফসীরে ফিকহী’। এই শাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ জানা একজন ফকিহ বা মুফাসসিরে জন্য অপরিহার্য। এটি একদিনে পূর্ণতা লাভ করেনি, বরং নবীজি (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘ পরিক্রমায় বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

১. তাফসীরে ফিকহীর পরিচয় (تعريف التفسير الفقهي):

- **শাব্দিক অর্থ:** ‘তাফসীর’ অর্থ ব্যাখ্যা করা। আর ‘ফিকহী’ শব্দটি ‘ফিকহ’ (গভীর অনুধাবন) থেকে এসেছে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** কুরআনের যে বিশেষ ব্যাখ্যায় ‘আয়াতুল আহকাম’ (বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত)-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা থেকে শরিয়তের হুকুম (ওয়াজিব, হারাম, সুন্নত ইত্যাদি) বের করা হয়, তাকে ‘আত-তাফসীরুল ফিকহী’ বা ‘আহকামুল কুরআন’ বলা হয়।

২. উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (النشأة والتطور):

তাফসীরে ফিকহীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে প্রধানত ৪টি যুগে ভাগ করা যায়:

ক. নবুওয়তি ও সাহাবিদের যুগ (عصر النبوة والصحابة):

এই শাস্ত্রের প্রকৃত উৎপত্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতেই হয়েছে।

- **রাসুল (সা.)-এর ভূমিকা:** যখনই কোনো হুকুম বা বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল হতো, নবীজি (সা.) তার ব্যাখ্যা সাহাবিদের বুঝিয়ে দিতেন। যেমন—সালাত বা যাকাতের আয়াত নাজিল হলে তিনি তার নিয়ম-কানুন হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। এটিই ছিল তাফসীরে ফিকহীর প্রাথমিক রূপ।

- **সাহাবিদের ভূমিকা:** রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবিরা ইজতিহাদ শুরু করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) ফিকহী আয়াতের ব্যাখ্যায় অগ্রগণ্য ছিলেন। তখন এটি মুখে মুখে বর্ণিত হতো, লিখিত কোনো গ্রন্থ ছিল না।

খ. তাবেয়িদের যুগ (عصر التابعين):

সাহাবিদের পর তাবেয়িগণ মক্কা, মদিনা ও ইরাকের কুফায় কুরআনের বিধানাবলি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন।

- এ যুগে ফিকহী মাসআলাগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করে।
- সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, এবং ইকরিমা (রহ.) প্রমুখ তাবেয়ি ফিকহী আয়াতের তাফসীরে বিশেষ অবদান রাখেন। তবে এ যুগেও তাফসীরে ফিকহী সাধারণ তাফসীর থেকে আলাদা হয়নি।

গ. সংকলন বা তাদবিনের যুগ (عصر التدوين):

হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস ও ফিকহ সংকলনের সাথে সাথে ‘তাফসীরে ফিকহী’ স্বতন্ত্র রূপ পেতে শুরু করে।

- **প্রাথমিক পর্যায়:** প্রথমে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম মালিক (রহ.) তাদের কিতাবে (যেমন—কিতাবুল উম্ম, মুওয়াত্তা) আয়াতের বিধান নিয়ে আলোচনা করেন।
- **স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা:** সর্বপ্রথম যিনি ‘আহকামুল কুরআন’ নামে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন, তিনি হলেন ইমাম কাসিম ইবনে সাঈদ (মৃত. ২২৪ হি.)। এরপর থেকে মাজহাবভিত্তিক তাফসীরে ফিকহী রচনা শুরু হয়।

ঘ. স্বর্ণযুগ ও পূর্ণতা লাভ (العصر الذهبي):

হিজরি চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ছিল এই শাস্ত্রের স্বর্ণযুগ। এ সময় প্রতিটি মাজহাবের ইমামগণ নিজ নিজ মাজহাবের দালিলিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য ‘আহকামুল কুরআন’ রচনা করেন।

- হানাফি মাজহাব: এ যুগে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) (মৃত. ৩৭০ হি.) রচনা করেন বিখ্যাত ‘আহকা/মুল কুরআন’। এটি হানাফি ফিকহের অন্যতম সেরা দলিল।
- শাফেয়ী মাজহাব: এ ধারায় ইমাম কিয়া আল-হাররাসী (রহ.) (মৃত. ৫০৪ হি.) রচনা করেন ‘আহকা/মুল কুরআন’।
- মালেকী মাজহাব: ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) (মৃত. ৫৪৩ হি.) এবং পরবর্তীতে ইমাম কুরতুবী (রহ.) (মৃত. ৬৭১ হি.) তাদের বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম কুরতুবীর ‘আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন’ এই শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

৩. আধুনিক যুগ (العصر الحديث):

বর্তমান যুগেও তাফসীরে ফিকহীর ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে আধুনিক যুগের গ্রন্থগুলো প্রাচীন জটিলতা পরিহার করে সহজ ভাষায় এবং তুলনামূলক ফিকহ (ফিকহুল মুকারিন)-এর আলোকে রচিত হচ্ছে।

- আল্লামা ওহবা যুহাইলী (রহ.): তাঁর রচিত ‘আত-তাফসীরুল মুনীর’ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ফিকহী তাফসীর। এখানে তিনি প্রাচীন সকল মাজহাবের মতভেদ উল্লেখ করে আধুনিক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।
- মুহাম্মদ আলি আস-সাবুনী: তাঁর রচিত ‘রাওয়াইউল বায়ান’ মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, ‘তাফসীরে ফিকহী’ একটি জীবন্ত শাস্ত্র। রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু হয়ে সাহাবা, তাবেয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমান যুগে আল্লামা ওহবা যুহাইলীর মতো মনীষীগণ এই শাস্ত্রকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে তুলেছেন, যার মাধ্যমে আমরা কুরআনের বিধানাবলি সহজে অনুধাবন করতে পারি।